আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব

হাদিস নাম্বারঃ ২০৪

৪. পবিত্রতা (كتاب الطهارة)

পরিচ্ছেদঃ ৯) ওযুর সময় ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ্ পরিত্যাগ করার প্রতি ভীতি প্রদর্শন

الترهيب من ترك التسمية على الوضوء عامدا

আরবী

(حسن) وَعَنْ رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُذْكَرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ . رواه الترمذي واللفظ له وابن ماجه والبيهقي

বাংলা

২০৪. (হাসান) রাবাহ্ বিন আবদুর্ রাহমান বিন আবু সুফিয়ান বিন হুওয়াইতেব তাঁর দাদী হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ ”যে ব্যাক্তি আল্লাহর নাম উল্লেখ করবে না (তথা বিসমিল্লাহ্ বলবে না) তার ওযু হবে না।”

(হাদীছটি বর্ণনা করেছেন তিরমিযী ২৫, ইবনে মাজাহ্ ৩৯৮ ও বায়হাক্বী ১/৪৩) হাদীছের বাক্য তিরমিযী থেকে চয়ন করা। তিরমিযী বলেন: মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বুখারী বলেন, এই প্রসঙ্গে সর্বাধিক উত্তম হাদীছ হচ্ছে রাবাহ্ বিন আবদুর্ রহমান বিন আবু সুফিয়ান বিন হুওয়াতিব তাঁর দাদী থেকে তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত এই হাদীছটি। তিরমিযী বলেন: তাঁর (দাদীর) পিতার নাম হচ্ছে সাঈদ বিন যায়দ বিন আমর বিন নুফাইল (রাঃ)।

হাফেয ইবনে হাজার বলেনঃ এ প্রসঙ্গে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোনটাই দোষ মুক্ত নয়। হাসান বাসরী, ইসহাক্ব বিন রাহুওয়াই ও আহলে যাহের ওযুতে ’বিসমিল্লাহ্’ বলা ওয়াজেব বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেন, ইচ্ছাকৃতভাবে ওযুতে বিসমিল্লাহ্ বলা ছেড়ে দিলে পুনরায় ওযু করবে। ইমাম আহমাদ থেকেও অনুরূপ একটি মত পাওয়া যায়। (কিন্তু অধিকাংশ বিদ্বান ওযুতে বিসমিল্লাহ্ বলা মুস্তাহাব বা সুন্নাত বলেছেন) সন্দেহ নেই যে এ সম্পর্কে যে সকল হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যদিও কোনটিই ত্রুটি মুক্ত নয় তবুও অধিক সনদে বর্ণিত হওয়ার কারণে তা কিছুটা শক্তিশালী হওয়ার দাবী রাখে এবং কিছুটা জোর দেয়া যায়। (আল্লাহই সঠিক জ্ঞান রাখেন)

হাদিসের মান: হাসান (Hasan) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=87964

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন